খুবি-কুয়েট খুলে দেওয়ার দাবি

খুলনা প্রতিনিধি
২৯ জুলাই ২০২৪, ১২:০০ এএম

পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (খুবি) এবং খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) ক্যাম্পাস ও হল খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলনের ফলে সব বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে ইউজিসি। সে অনুযায়ী ১৭ জুলাই খুবি ও কুয়েটের জরুরি সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এ অবস্থায় কবে ক্যাম্পাস খুলবে এবং পরীক্ষা কবে অনুষ্ঠিত হবে, এ নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন শিক্ষার্থীরা। তারা সেশনজটের আশঙ্কা করছেন। এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা জানান, কোটা সংস্কার আন্দোলনে খুলনার রাজপথও উত্তাল ছিল। তবে এখানকার শিক্ষার্থীরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেন।

খুবির কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, কোটা সংস্কারের যৌক্তিক দাবি নিয়ে তারা নগরীর প্রবেশপথ জিরো পয়েন্টসহ বিভিন্ন এলাকায় আন্দোলন করেছেন। তবে কোনো সহিংসতা কিংবা সংঘাতে তারা জড়াননি।

অনেকের মতো কুয়েটের এনার্জি সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মো. আবু তালহাও ক্যাম্পাস বন্ধ থাকায় শঙ্কায় রয়েছেন। তিনি বলেন, আর কিছুদিন পরই স্নাতক শেষ হয়ে যাবে। তারপর চাকরিতে প্রবেশ করব, পরিবারের দায়িত্ব নেব, এমন কত স্বপ্ন ছিল। কিন্তু চলমান পরিস্থিতি সেই স্বপ্নের পথে দেয়াল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অনেকেই উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাইরে যেতে চান, তারাও পিছিয়ে পড়ছেন। সাধারণ শিক্ষার্থীদের চাওয়া একটিই- দ্রুত ক্যাম্পাস খুলে দেওয়া হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে আবারও শুরু হোক।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর খান গোলাম কুদ্দুস রবিবার বলেন, ইউজিসির নির্দেশে সব বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইউজিসির নির্দেশনার বাইরে গিয়ে আমাদের এককভাবে কোনো কাজ করার সুযোগ নেই। অন্যদিকে কুয়েটের এনার্জি সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. মাহমুদুল আলম বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণস্পন্দন হলো শিক্ষার্থীরা। আমরা আশা করি, সব দিক বিবেচনা করে শিগগিরই বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া হবে। নিয়মিত একাডেমিক কার্যক্রম চালু হবে এবং শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে নিরাপদভাবে বিচরণ করবে।